[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

স্বাধীনতার সুতিকাগার এই ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান থেকে নিয়মিত প্রকাশ হয় একমাত্র দৈনিক পত্রিকা ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’। সেই পবিত্রতা রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ আগামি দিনেও বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনের ধারা অব্যাহত রাখবে এ প্রত্যাশা করি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে পত্রিকার সম্পাদকসহ সহ সকল কলাকুশলী সকলকে জানাই শুভেচ্ছা।

আমি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মো: আতাউল গনি
জেলা প্রশাসক মেহেরপুর

মেহেরপুর প্রতিদিন’র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে তথ্য মন্ত্রীর বাণী

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ২৬ মার্চ ২০২০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর ও ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’র স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীন বিকাশে বিশ্বাসী।

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে সংবাদপত্র একটি অগ্রসরমান জাতি গঠনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। জঙ্গিবাদ, অপসংস্কৃতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মান্ধতা, মাদক,

দুর্নীতি ও সন্ত্রাস রোধে গণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে একট নিস্কলুষ সমাজ গঠনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে দেশে সুশাসন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পত্রিকাটি পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দেশ ও দশের কথা বলে মাটি ও মানুষের আরও কাছে পৌছাতে সক্ষম হয় প্রত্যাশা আমাদের সকলের। আমি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন এর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাসান মাহমুদ এমপি

প্রতিমন্ত্রীর খাদ্য উপহার পেয়েছে মুজিবনগরের ১১ হাজার পরিবার

মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ও সরকারি ভাবে মুজিবনগর উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার কর্মহীন পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা।

পর্যায়ক্রমে মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলাতেও প্রতিমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে যাবে বলে নিশ্চিত করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

মেহেরপুরে এক মাস অতিবাহিত হয়েছে অঘোষিত লক ডাউন। যা এখনো চলামান। জেলা প্রশাসন থেকে জানা যায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত লক ডাউন চলমান থাকবে।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে প্রায় অধিকাংশ পরিবার। ইতিমধ্যে কর্মহীন প্রায় ৫৩ হাজার ৪শ ৫৫টি পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা। এর পাশাপাশি শুধু মুজিবনগরেই প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ১১হাজার পরিবার কে দেওয়া হয়েছে খাদ্য উপহার।

এছাড়াও লক ডাউন এর প্রথম দিকে মেহেরপুর জেলার ৪হাজার ৫শ পরিবারের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হয় প্রতিমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী

করোনা ভাইরাসের কারণে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত

১। প্রথম পর্যায়: ১০০০টি পরিবার- চা দোকানদার ও সেলুনকর্মী পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ২ কেজি পেয়াজ, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি তেল, লবন ১ কেজি।

২। দ্বিতীয় পর্যায়: ৫০০ দুস্থ পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ মিলি তেল।

৩। তৃতীয় পর্যায়: ৮০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৪। চতুর্থ পর্যায়: ৭৫ পরিবার- বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৫। পঞ্চম পর্যায়: ২০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৬। ষষ্ঠ পর্যায়: ৮০০ দুস্থ পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ মিলি তেল।

৭। সপ্তম পর্যায়: ৪০০ পরিবার- মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ভ্যান চালকদের পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৮। অষ্টম পর্যায়: ১২০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৯। নবম পর্যায়: ১০০০ পরিবার- প্রথম পর্যায় প্রদানকৃত ১০০০ পরিবার প্রতি পুনরায় ১০ কেজি করে চাল।

১০। দশম পর্যায়: ১৮০০ দুস্থ পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

১১। একাদশ পর্যায়: ৩২০০ দুস্থ পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল। সর্বমোট ১০৯৭৫ টি পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা।

তবে ১০০০ জন চা দোকানদার ও সেলুনকর্মীকে দুই বার করে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি বলেন, এরপরও মুজিবনগরে কোনো অসহায় বা অভুক্ত পরিবার থাকলে তাদের ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জেলা প্রশাসক জানান, পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী আমাদের মজুদ আছে। মেহেরপুর জেলায় কোন মানুষ খাদ্য অভাবে থাকবে না।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় রুগি মৃত্যু’র অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় পাতানী খাতুন (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু’র অভিযোগ করেছে তার স্বজনরা। সোমবার দুপুর একটার দিকে গাংনী হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পাতানী খাতুন উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের মৃত আব্দুল ওহাবের স্ত্রী।

পাতানী খাতুনের ছেলে আওয়াল হোসেন বলেন,তার মা উচ্চ রক্তচাপের রুগি। হঠাৎ মায়ের পেসার নেমে গেলে তাকে গাংনী হাসপাতালের জরুরী

বিভাগে নেয়া হয়।

জরুরী বিভাগের চিকিৎসক গণ রুগির করোনা সংক্রমণ আছে সন্দেহে এক ঘন্টারও বেশি চিকিৎসা না দিয়ে বসিয়ে রাখেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর একটি বেসরকারী ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারে ইসজি করাতে বলায় আমরা তা করে আনি।

অতপর মাকে আবারো হাসপাতালে নিয়ে অক্স্রিজেন দেওয়ার মাত্র ১ মিনিট পরই খুলে নেয়া হয়। এর পরপরই মায়ের মৃত্যু হয়। আমরা এর বিচারের দাবিতে লাশ নিয়ে শহীদ মিনারে অনশন করতে চেয়েছিলাম। তবে গাংনী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা তদন্ত করে বিচারের আশ্বাস দিলে লাশ বাড়িতে নেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম বলেন, রুগিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। রুগির স্বজনরা কুষ্টিয়া নিতে গড়িমসি করায় তার মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন,যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় তারা লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দীন বলেন,রুগির হার্টে সমস্যা ছিলো বলে জানতে পেরেছি। প্রাথমিক চিকিৎসাও দেয়া হয়েছে। পরে রেফার্ড করা হলে তারা রুগি কুষ্টিয়া নিতে দেরি করায় ওই মৃত্যু’র ঘটনা ঘটে। তবে চিকিৎসায় কোন গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি বলেন,গাংনী হাসপাতালে কেন রুগিদের যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছেনা ও মৃত্যু’র ঘটনা ঘটছে এ বিষয়ে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নিতে সিভিল সার্জনকে বলা হয়েছে।

ঝিনাইদহ করোনা: মোট ১৩ জন আক্রান্তের ৭জনই স্বাস্থ্য বিভাগের

ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপক ঝুকির মধ্যে। গত তিন দিনে জেলাই মোট ১৩জন রোগী করোনা পজেটিভ শনান্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৭জনই স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের বলে জানা গেছে। এ নিয়ে ডাক্তার নার্সসহ সকলের মধ্যে এক ভীতিকর পরিস্থিতি কাজ করছে। স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায় গত ২৬এপ্রিল ৭জন শনাক্তের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন হাসপাতালের পরিসংখ্যানবিদ এবং দুই ◌্এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার। এছাড়া ২৭তারিখ সোমবার ৪জন শনাক্তের মধ্যে ৩জনই স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে জড়িত একজন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কার্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শক (দায়িত্ব প্রাপ্ত), একজন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কার্যালয়ের ভান্ডার রক্ষক এবং একজন ড্রাইভার বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানাগেছে গত ২৫ তারিখে যে দুইজন রোগী শনাক্ত হয়েছিল তার মধ্যে বিথি খাতুন নামে একজন রোগীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং তাকে দেখতে গিয়ে দুইজন স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ নিয়ে ফিল্ড পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য বিভাগের বেশ কয়েক জন জানান ব্যবহৃত পিপিই এবং মাস্ক এর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেন মান সম্মত পিপিই সরবরাহ করা হয়নি এবং যে মাস্ক দেওয়া হয়েছে তা এন-৯৫ মাস্ক নয়।

এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন স্বাস্থ্য কর্মী ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কর্মীরা এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পোষাক পাইনি বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ সাজ্জাৎ হোসেন সরকারী গাড়ি আনতে ঢাকায় যাওয়ার কারনে বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। তার পরিবর্তে দায়িত্ব প্রাপ্ত ডাঃ গুলশানারা লিমা জানান নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই অক্রান্ত হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর কম্িউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের পিপিই

এখনো পাওয়া যায়নি, যদি পাওয়া যায় তা সাথে সাথে পৌছে দেওয়া হবে।

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে গাংনীর সহিরুদ্দিনের স্বপ্ন পুড়ে ছাই

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে সকল স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেল গরীব অটো চালক সহিরুদ্দিনের। সহিরুদ্দিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা ভিটাপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ গফুরের ছেলে। সারাদিন ভাড়া মেরে রাতে এসে বাড়িতে গাড়িতে চার্জ দিয়ে ঘুমোতে যায় অটোচালক সহিরুদ্দিন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমে যায় সে।

হঠাৎ রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোড়ার গন্ধ তার নাকে লাগে। ঘরের বাইরে আসতেই দেখে তার সোনার স্বপ্ন পুড়ে শেষ। ঋন নিয়ে ক্রয় করা গাড়িটি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তার চিৎকারে প্রতিবেশিদেরও ঘুম ভেঙ্গে বাইরে বের হয়ে দেখে গাড়িটি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

সহিরুদ্দিন জানান, গাড়িটি কেনার জন্য কিছুদিন আগে কয়েক লক্ষ টাকা একটি এনজিও থেকে ঋন গ্রহন করি এবং যেখান থেকে ক্রয় করা হয় সেখানেও কিস্তির মাধ্যমে গাড়িটি ক্রয় করা হয়। গাড়িটি হারিয়ে সহিরুদ্দিনের পরিবার এখন পথে বসে গেছে বলে জানান তার প্রতিবেশিরা। একমাত্র আয়ের উৎস হারিয়ে সহিরুদ্দিনের পরিবারে ৪জন সদস্য এখন অনাহারের আশংকা করছে।

গাংনীতে রমজান মাস উপলক্ষে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্তন কমান্ডারদের এাণ বিতরণ

প্রাক্তন কমান্ডারগন ও কয়েক নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে কিছু হতদরিদ্র মানুষকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার লক্ষ্যে ছোট একটি ফান্ড গঠন করেন। আজ সোমবার সকালে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

বিতরণ কালে প্রাক্তন কমান্ডার আবুল কাশেম বলেন, আমাদের সংগৃহীত টাকা অত্যন্ত কম অর্থাৎ ৩০,০০০ হাজার। টাকার অংক কম বলে জেলা প্রশাসক এর এাণ তহবিলে জমা দিতে যাওয়া হয়। জেলা প্রশাসক মহোদয় টাকাটা না নিয়ে ফিরিয়ে দেন। সে হিসেবে নেতৃবৃন্দ নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত টাকা দিয়ে এাণ সামগ্রী ক্রয় করে করোনা ভাইরাসের ফলে কর্মহীন হয়ে পড়া দুস্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করেন।

প্রত্যেক ইউনিয়নের তালিকা অনুযায়ী সকলের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্য ত্রাণ সামগ্রী ইউনিয়ন কমান্ডারের হাতে তুলে দেন প্রাক্তন কমান্ডার আবুল কাশেম। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাজী গোলাম রহমান, খাজা নাজিমুদ্দিন আজিজুল হক, জিল্লুর রহমান, ফিরোজ ও ইউনিয়ন কমান্ডার বিন্দু।

মুজিবনগরে যুব সংঘের উদ্যেগে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস ৯ নং ওয়ার্ড যুবসংঘের উদ্যেগে করোনা ভাইরাসের কারনে অসহায় ও কর্মহিন হয়ে পড়া ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাবার সামগ্রী

বিতরণ করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামের ০৯ নং ওয়ার্ড যুব সংঘের সভাপতি ইমরান হোসেন, সহ সভাপতি পলাশ হোসেনসহ যুব সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব সংঘের সভাপতি বলেন, করোনা ভাইরাসরর কারনে বিভিন্ন মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। এতে কর্মহীন হয়ে পরা মানুষগুলো অসহায় হয়ে পরেছে। সকলেই খাদ্যে সংকটে ভুগছে। আর আমরা তাদের এই খাদ্য সংকট ঘুচাতে তাদের পাশে দারানোর সিদ্ধান্ত নিই।
পরে আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নিজ অর্থায়নে অসহায় ৫০ টি পরিবারের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।